জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী

ধ্বংসের প্রান্তসীমা থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উঠে দাঁড়িয়েছে

ঢাকা, ২৬ অক্টোবর

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, জোট সরকারের আমলে নানা অনিয়মের আবর্তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ধ্বংসের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। বর্তমান প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়কে সে অবস্থা থেকে অনেকটা তুলে আনতে সক্ষম হয়েছে। সেশনজট ছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর সমস্যা। তা নিরসনকল্পে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ একাডেমিক প্রোগ্রাম গ্রহণ করায় ইতোমধ্যে সেশনজট প্রায় দুরীভূত হয়েছে। আগামী বছরের মাঝামাঝি কোন সেশন জট থাকবে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাতে বিশ্বমানের জ্ঞান, যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে সেটিই হওয়া উচিত আমাদের সকলের অগ্রাধিকার।

শিক্ষামন্ত্রী আজ গাজীপুরের বোর্ডবাজারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তিতে 'রজতজয়ন্তী' উদ্‌যাপন কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও এর অধিভুক্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, উচ্চশিক্ষায় দেশের প্রায় ৩০ লাখ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। এর শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজে পড়াশুনা করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় ২৪০০ কলেজ অধিভূক্ত রয়েছে। যেসব উপজেলায় সরকারি কলেজ নেই, সেগুলোতে একটি করে কলেজ সরকারিকরণের ফলে সরকারি কলেজের সংখ্যা দ্বিগুন হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, কলেজসমুহে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সরকার বিশাল কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। কলেজে যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহন করছে তাদের জন্য আমরা সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে চাই। এজন্য শিক্ষকদের মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। এর আওতায় ১৬০০ কলেজ শিক্ষককে দেশেবিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। কলেজ শিক্ষার মান উন্নয়নে তিনি অধ্যক্ষদের যথাযথ ভূমিকা রাখার আহবান জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ এর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু, অধ্যাপক ড. মশিউর রহমান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ এবং অধ্যক্ষ কাজী ফারুক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উৎসব

এর আগে শিক্ষামন্ত্রী গাজীপুরে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালী ও আলোচনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) একটি অসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে বিভিন্ন বয়সী প্রায় ৫ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছেন। যারা নিয়মিত পড়ালেখা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, বাউবি তাদের সবাইকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার জন্য বিরাট ভূমিকা পালন করছে। বয়স, পেশা বা সময় এখানে কোন বাধা নয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় সবার জন্য উন্মুক্ত এবং জাতির জন্য এক কল্যানকর সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বাউবি দেশ গড়ার কাজে বিশাল ভূমিকা রাখছে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এ মাননানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান
সিনিয়র তথ্য অফিসার
শিক্ষা মন্ত্রণালয় মোবাইল: ০১৯১১-০০৭৫৩৯